ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

ভয় ভেঙে দাও, প্রভু।

১৯৪৬

খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী!
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর!
তার বেলা?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

১৯৪৭

টুনটুনি ও দুষ্টু বেড়াল

লণ্ডনের শীত

বিলেতবাসী আমরা সবাই
শীতে এবার হলেম জবাই—
তোমরা কি এর খবর রাখো কোনো?
বিষম ব্যাপার, শুন্‌তে চাও তো শোনো।
এবার হেথা যেমন বরফ
তেমনি কাশি সর্দি ও কফ
ফ্লু (flu) জ্বরেতে সবাই ধরাশায়ী।—
বাঁচ্‌বো কি না, ঠিক-ঠিকানা নাই।
জলের পাইপ্‌ গেছে জমে
জল আসে না কোনো ক্রমে—
কুঁজো হাতে ঘুরছি দ্বারে দ্বারে
সাফ্‌ হওয়াও ঘুচলো একেবারে!
পুকুর-নদী যেথায় যত
স্কেটিংরিঙ্কে (skating rink-এ) পরিণত,
তার উপরে কেউ বা খেলা করে—
বরফ ফেটে কেউ বা ডুবে মরে!
ঘরের মাঝে এক ফোঁটা জল
সেও জমে হলো অচল—
দুধ খেতে গে' ফুল্লীতে দি' মুখ—
কেমন দেখ বিলেত আসার সুখ।
দেশে বোধ হয় চলছে ফাগুন—
সূয্যিমামা জ্বাল্‌ছে আগুন—

পয়সা বাঁচাও, তোমরা বড় চতুর!
কয়লা কিনে আমরা হলেম ফতুর।
পাহাড়-প্রমাণ লেপের তলে
কাঁপতে থাকি ঘুমের ছলে—
মুটের মতো পোশাক বয়ে ফিরি।
বরফ ঝরে সকল দেহ ঘিরি'।
দাঁতে দাঁতে ঠক্-ঠকানি,
গলার ভিতর খক্‌খকানি
খুব বেঁচেছো লণ্ডনে না এসে—
মিথ্যে কেন কাহিল হতে কেশে।
আচ্ছা তবে আসি এখন—
সেলাম পাঠক-পাঠিকাগণ,
আজ্‌কে লেখা রইলো এই তক্
খক্... খক্... খক্... খক্...

১৯৫৪

পক্ষিরাজ

পক্ষিরাজের খেয়াল হলো ঘাস খাবে
স্বর্গে কোথায় ঘাস পাবে!
একদিন সে ইন্দ্ররাজার সুখের দেশ
শূন্য করে নিরুদ্দেশ।
উড়তে উড়তে নেমে এলো এইখানে
চরতে গাঁয়ের ময়দানে।
ভোরে উঠে দেখতে পেলো নন্দুভাই
সঙ্গে ছিল বন্ধুভাই।
ঘোড়ার মতন গড়ন কিন্তু পক্ষধর
ধরতে গেলে করবে ফর্‌র্‌।
নন্দুরা তাই গাছে উঠে লাফ দিয়ে
পড়ল পিঠে ঝাঁপ দিয়ে।
পক্ষিরাজ তো ঘাসের স্বাদে তন্ময়
উড়তে কি তার মন হয়।
দড়ি দিয়ে বাঁধল তাকে নন্দুভাই
টানল তাকে বন্ধুভাই।
পক্ষিরাজের জায়গা হলো গোহালে
থাকল সেথা গো হালে।
বার্তা গেল রটতে রটতে রাজধানী
মন্ত্রী এলেন সন্ধানী।
চিনতে পেরে বলেন, এ যে পক্ষিরাজ!
নন্দু, তোমার কিবা কাজ!
রাজার ঘোড়া রাজার জন্যে দাও ছেড়ে।
নয়তো আমি নিই কেড়ে।
নন্দু ও তার বন্ধু মিলে বলল, সার,
যে ধরেছে পক্ষী তার।
কাড়াকাড়ি করতে গেলে আমরা বেশ
উড়ে যাব অন্য দেশ।
ঘোড়ার পিঠে উঠল দু'ভাই ধরল রাশ
উড়ল ঘোড়া। ভুলল ঘাস।
মন্ত্রী ছোটেন, রাজা ছোটেন, প্রজা সব
ছুটতে ছুটতে করে রব।

পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে অন্য দেশ
বন্য দেশ
কত দেশ
শত দেশ
উড়ল ওরা ঘুরল ওরা দেখল ওরা
নির্নিমেষ।
কিন্তু যখন পক্ষিরাজের হলো মন
স্বর্গে যাবার এলো ক্ষণ
তখন ওরা ঘরের ছেলে ফিরল ঘর
দিল ছেড়ে পক্ষধর।
উড়তে উড়তে নীল আকাশে চিল হলো
তার পরে সে নীল হলো।
স্বর্গে তখন খোঁজাখুঁজির অন্ত না
ইন্দ্র করেন মন্ত্রণা।
দৈত্যরাই দস্যু বলে কন্ সবে
তাদের সঙ্গে রণ হবে।
এমন সময় পৌঁছে গেল পক্ষিরাজ
থেমে গেল যুদ্ধসাজ।

১৯৫৫

তিন হাতী

কাটা কুটি খেলা

লেখো দেখি বাঘ।
বাঘ।
ব কেটে ছ করো
ঘ কেটে গ করো
হয়ে যাক ছাগ।
বাঘ, তুই ভাগ।
লিখেছ তো ছাগ।
ছাগ।
ছ কেটে ব করো
গ কেটে ঘ করো
হোক ফিরে বাঘ।
ছাগ, তুই ভাগ।

লেখো তো বানর।
বানর।
ব কেটে বাদ দাও
আ কেটে বাদ দাও
হয়ে যাক নর।
ভাগ রে, বানর!
লিখেছ তো নর।
নর।
ব ফের জুড়ে দাও
আ ফের পুরে দাও
ফিরুক বানর।
ভাগ ভাগ, নর।

১৯৭২

অবাক চা পান

এক যে ছিল হাবু।
তার যে ছিল ভাইটি, ওর
নামটি ছিল লাবু।
বাবার যিনি বাবা, তাঁকে
ডাকত বাবাবাবু।

বিকেলবেলা নিত্য
চায়ের আসর জাঁকিয়ে বসা
বাবাবাবুর কৃত্য।
জুটত পাড়ার ছেলেবুড়ো
মনিব আর ভৃত্য।

গণতন্ত্র খাঁটি।
কারো হাতে মাটির খুরি
কারো পাথরবাটি।
কারো হাতে পেয়ালা আর
পিরিচ পরিপাটি।

কেই বা থাকে বাকী?
কুত্তাও খায় চেটেপুটে
বিল্লীও চা-খাকী।
দাঁড়ে বাঁধা বুড়ো তোতা
সেও চা-খোর পাখী।

হাবু আর লাবু
জ্বর হলেও খাবে নাকো
বার্লি আর সাবু।
তাদের জন্যে চা বানাবেন
বাবার যিনি বাবু।

বিদ্যে তো লাস্ট কেলাস
চায়ের জন্যে তাদের কিনা
এনামেলের গেলাস।
বন্ধু যারা আসত তারা
গেলাস দেখেই জেলাস।

পাশের বাড়ীর খুড়ো
আফিং খেয়ে নেশার ঘোরে
আসতেন সেই বুড়ো।
তাঁর হাতে এক কাঁচের গেলাস
আধসেরটাক পুরো।

ক'রে, তোরা ক'!
সুধান তিনি, বর্ণমালায়
ক'টা আছে স?
তিনটে আছে, দু'ভাই বলে,
শ, ষ, স।

উঁহু! উঁহু! উঁহু!
তাকান তিনি মিটিমিটি
হাসেন মুহু মুহু।
বিদ্যেসাগর পড়িস্ বুঝি?
হা হা! হি হি! হু হু!

ক'রে, তোরা ক'
বানান করে গোটা গোটা
গে...লা...স...।
ইংরিজীটা শিখলে পরে
চারটে হবে স!

১৯৭৫

ঢাকাই ছড়া

বলছি শোন কী ব্যাপার
ডাকল আমায় পদ্মাপার।
আধ ঘণ্টা আকাশ পাড়ি
তারই জন্যে কী ঝকমারি!

পাসপোর্ট রে ভিসা রে
এইসা রে ওইসা রে!
যাচ্ছি যেই প্লেনের কাছে
শুধায় সাথে অস্ত্র আছে?

অবশেষে পেলাম ছাড়া
বিমানেতে ওঠার তাড়া।
পেয়ে গেলেম যেমন চাই
বাতায়নের ধারেই ঠাঁই।

কলকাতা সব মিলিয়ে যায়
সকালবেলার স্বপ্নপ্রায়।
মেঘের চেয়ে ঊর্ধ্বে থেকে
দৃশ্য দেখি একে একে।

এই কি সেই পদ্মানদী
সিন্ধুসম যার অবধি?
আঁকাবাঁকা জলের রেখা
পালতোলা নাও যায় যে দেখা।

একটু বাদে এ কোন্ শহর
ঢাকা নাকি? বেশ তো বহর!
বিমান যখন থামল এসে
পৌঁছে গেলেম ভিন্ন দেশে।

আরেক দফা ঝকমারি
এসব নাকি দরকারী।
জাপানী আর রুশীর সাথ
আমার নাকি নেই তফাৎ।

মোদের গরব মোদের আশা
শ্রবণ জুড়ায় বাংলাভাষা।
বন্ধুজনের দর্শনে
নয়ন জুড়ায় হর্ষণে।

ভাগ্যে এরা আছে বেঁচে
কতক তো প্রাণ হারিয়েছে।
প্রাণের জুয়াখেলার পণে
হার হয়নি বিষম রণে।

বাংলালিপি দিকে দিকে
জয়ের চিহ্ন গেছে লিখে।
কোথায় গেল পাকিস্তান
খান্ সেনা আর টিক্কা খান্।

লুপ্ত সেসব ডাইনোসর
মুক্ত এখন নারীনর!
স্বাধীন দেশের রাজধানী
ঢাকা এখন খানদানী।

কত অশ্রু কত রক্ত
মাটিতে তার রয় অব্যক্ত।
চার দশকের পরে, হায়
ফিরছি ঢাকায় পুনরায়।

কেই বা আমায় রাখবে মনে
চিনবে এমন পুরাতনে।
আমারই কি স্মরণ থাকে
দেখেছিলেম কখন কাকে!

এই ঢাকা নয় সেই ঢাকা আর
নয়কো প্রখর স্মৃতি আমার
নতুন যুগের নতুন রূপের
নতুন করে স্বাদ নিই ফের।

স্বাধীন ওরা, তবুও দুঃখী
অন্নচিন্তা থাকতে সুখ কী!
ভাঙার কাজ তো হলো কাবার
গড়ার কাজে নামবে আবার।

সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র
শক্ত, শক্ত এসব মন্ত্র।
ধর্মনিরপেক্ষতা
শক্ত, যদিও ঠিক কথা।

হোক সে কঠিন, নিক সময়
সেই তো আসল যুদ্ধজয়।
এলেম দেখে শহীদ মিনার
কবর ছাত্রাবাসের কিনার।

রাজার বাগ আর রায়ের বাজার
বধ্যভূমি ইটের পাঁজার।
মেলে দেখি মানসনেত্র
কারবালা কি কুরুক্ষেত্র।

একেই ঘিরে হবে লিখা
মহান কত আখ্যায়িকা।
নতুন লেখক সম্প্রদায়
নেবেন এসে লেখার দায়।

বলার কথা এলেম বলে
তার পরে কী? এলেম চলে।
রাশি রাশি উপহার
বইতে হলো প্রীতির ভার।

১৯৭৩

সোনার হরিণ

সোনার হরিণ পড়ল ধরা
আনল যারা বনের থেকে
দিয়ে গেল পুষতে আমায়
কিন্তু ওকে সামলাবে কে!

বাগান ছিল, দিলেম ছেড়ে
দৌড়ে বেড়ায় সারা বেলা
ঘরে ঢুকে টুঁ মেরে যায়
এটাও নাকি ওদের খেলা।

বাচ্চা হরিণ গজায়নি শিং
আদর করে খোকা খুকু
গিন্নী ওকে বোতল থেকে
দুধু খাওয়ান এতটুকু।

আমরা ওকে বাঁধি নাকো
বনের প্রাণী মুক্ত রাখি
দামালটাকে সামাল দেওয়া
শক্ত বলে সজাগ থাকি।

হরিণ যখন আপন হলো
আমরা গেলেম ছুটিতে
তাঁর কাছে তো যায় না রাখা
এলেন যিনি কুঠিতে।

বন্ধু ছিলেন প্রতিবেশী
ছেলেরা তাঁর খেলতে আসে
হরিণ ওদের খেলার সাথী
ওরাও তাকে ভালোবাসে।

ওরাই তাকে নিয়ে গেল
রাখবে বলে ওদের বাড়ী
হরিণ কিন্তু হয়নি সুখী
দেখতে গিয়ে বুঝতে পারি।

ওদের ঘরে বন্দী ও যে
বাঁধন পরে আড়ষ্ট
খাবার দিলে ছোঁবে নাকো
হায় বেচারীর কী কষ্ট!

বিদায় নিলেম সজল চোখে
ওরও দেখি সজল চোখ
দিলেম গায়ে হাত বুলিয়ে
হরিণ, তোমার শুভ হোক।

কম বেশী

ওই লোকটা খায় বেশী